সুচরিতা, চিরপরিচিতা

সুদীপ্ত চক্রবর্তী

উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে, মল্লিকা, মালতী,
যূথিকার ভারে সুচরিতা, দেখেছি তোমাকে আমি
সেই ফুলশাখে।
সেই এলোমেলো চুলে, চরণে নুপুরের গুঞ্জন তুলে,
হাতের কঙ্কন বাজিছে রিনিঝিনি, সম্মুখে বহিছে
স্রোতস্বিনী।
সেই চকিত চাউনি, চিরপরিচিতা তুমি, সুচরিতা।
গোধূলির শান্ত বেলায়, আকাশে আবিরের রঙের
খেলায়, তুমি চলেছ, ওগো অপরূপিণী, বাতাসে
উঠিছে হিল্লোল রাগিণী।
পুষ্পের ধুলায় গোড়ায়, অবনত লজ্জায়, সুচরিতা,
তোমার স্নিগ্ধ লীলাময়।
যে হাসিতে ফুল ছড়ায়, সে ফুল কি তরুতে শোভা
পায়?
তুমি চিরঅম্লানে বিধাতার দান, চিরপরিচিতা
সুচরিতা।
সন্ধ্যা নেমেছে ধরণীর বুকে, চাঁদ জেগেছে
আকাশের শূন্যে,
মৃদুমন্দ হাওয়া বহিছে,
নদীর বুকে লহরী জেগেছে।
জলপরীরা চন্দ্রকিরণে যেন ঢেলেছে রূপের বান।
নিমিষে হলো তা ম্লান,
সুচরিতা, তোমার রূপের আরশিতে-তোমার
উপমা শুধু তুমিতে।
ফুলঝরা হাসিতে, সেই চিরপরিচিতা তুমি মোর
সুচরিতা।